রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তালবিয়া ছিল এরূপ: “আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোনো অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও সকল নেয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই”

আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত: রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামের তালবিয়া ছিল এরূপ: “আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোনো অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও সকল নেয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই”। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সেখানে বৃদ্ধি করেন “হে রব! আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত এবং সৌভাগ্য ও করুণা আপনার হাতেই এবং আশা-আকাঙ্খা আপনাতেই। আমাদের কাজের প্রতিদানও
আপনার অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।” [সহীহ] [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জ বা ওমরার আনুষ্ঠানিকতায় প্রবেশ করতে চাইতেন, তখন তাঁর তালবিয়া ছিল: (আমি হাযির, হে আল্লাহ আমি হাযির) আপনি আমাদের যে ইখলাস, তাওহীদ, হজ্জ এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তার জন্য আমি হাযির, অবশ্যই আমি হাযির। (আমি হাযির, আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাযির) আপনি একাই উপাসনার যোগ্য, আপনার রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ এবং আপনার নাম ও সিফাতসমূহে কোন অংশীদার নেই। (নিশ্চয় প্রশংসা) এবং শোকর ও কৃতজ্ঞতা (এবং নিয়ামত) আপনার পক্ষ থেকে এবং আপনিই তার দাতা। সর্বাবস্থায় সেগুলো (আপনার জন্য), অনুরূপভাবে (রাজত্বও) আপনার জন্য, (আপনার কোন অংশীদার নেই) তাই সবকিছু আপনার একার। ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এতে যোগ করেছেন: (আমি হাযির, আমি হাযির, সৌভাগ্য আপনার হাতে) আপনি আমাকে সুখের পর সুখ দিয়ে খুশি করুন এবং সমস্ত (কল্যাণ আপনার হাতে) এবং আপনার অনুগ্রহ থেকে, (আমি হাযির এবং আপনার কাছে আমার আশা), অনুরোধ এবং প্রার্থনা তার কাছে যার হাতে কল্যাণ রয়েছে, এবং আপনার জন্য (আমল), কারণ আপনিই উপাসনার যোগ্য।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/4535